21008271909120 95

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), নেত্রকোণা
প্রাপ্তি নং- ১৭৮৩ তারিখঃ ১৫.০৯.১৯
সহঃ কমিঃ সাধারণ
এন ডি সিঃ | ডি আর আর ও | এ ও
সি এ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা।
(জেলা ই-সেবা কেন্দ্র)
উপ-পরিচালক (এল.জি) # অজেয় (গোঃ) # অজেয় (গোঃ) # অজেয় (শিক্ষা ও আইসিটি) # অজেয়া # সহঃ কমিঃ (গোঃ) # জরুরী
পেশ করুন # প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন # নথিজাত করুন # আলোচনা করুন # প্রক্রিয়া করুন
জেলা প্রশাসক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০০১.২০১৯-২৫৯

তারিখ: ১১ ভাদ্র ১৪২৬ / ২৬ আগস্ট ২০১৯

বিষয়: জেলাপ্রশাসক সম্মেলন ২০১৯-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা।

জেলাপ্রশাসক সম্মেলন ২০১৯-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে যে অভিযাত্রা সূচিত হয়েছে, তা আমাদের বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। সকলের আন্তরিক কর্মপ্রয়াসে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্য-আয়ের দেশ থেকে ২০৪১ সালে বিশ্বসভায় পরিচিতি লাভ করবে এক উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবে। মাঠ পর্যায়ে সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলোর সমাধানের পথ ও কৌশল নির্ধারণে জেলাপ্রশাসকদের সদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত সম্মেলনে তিনি জেলাপ্রশাসকদের বহুবিধ কাজের মধ্যে নিম্নোল্লিখিত বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য দিক্-নির্দেশনা প্রদান করেন:

০১. ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী কেন্দ্রীয় পর্যায় হতে তৃণমূল পর্যন্ত উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে আপনাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০২. ২০২১ সালে বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করতে হবে।

০৩. সরকারি সেবা গ্রহণে সাধারণ মানুষ যাতে কোনভাবেই হয়রানি বা বঞ্চনার শিকার না হন, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

০৪. জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা দূর করে সর্বক্ষেত্রে শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে আপনাদের আরও সতর্কতার সঙ্গে এবং কঠোরভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

০৫. যুব সমাজকে মাদকের হাত থেকে রক্ষা করতে মাদক বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

০৬. গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, সম্ভাবনাময় স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে আপনাদের ব্রতী হতে হবে।

০৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি'র উন্নয়ন ও বিকাশে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে হবে। দৈনন্দিন প্রয়োজনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারে জেলার সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

০৮. তৃণমূল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করতে হবে।

০৯. শিক্ষার সকল স্তরে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার হ্রাস এবং ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নিতে হবে।

১০. ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সরকারি ভূমি রক্ষায় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১১. কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধিতে সার, বীজ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ইত্যাদির সরবরাহ নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নিতে হবে।

১২. ভেজাল খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ প্রতিরোধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং এ ধরনের অনৈতিক কর্মকান্ড কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

১৩. দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।

১৪. পরিবেশ রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং এই সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধানের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় প্রশমনে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২' এবং এ সংক্রান্ত স্থায়ী নির্দেশনাবলি অনুসারে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২৩.০৯.১৯
(আনিসুল ইসলাম)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
জেলা পরিষদ
নেত্রকোণা।